

# বাইবেলে বিচার বিষয়ে একটি বিশদ অধ্যয়ন

## ভূমিকা

বাইবেলে বিচারের ধারণাটি বহুমাত্রিক, যা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্ণয়ে মানুষের দায়িত্ব, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব এবং বিচার দিবস নামে পরিচিত চূড়ান্ত পরকালিক হিসাবনিকাশকে অন্তর্ভুক্ত করে। পুরাতন ও নতুন নিয়মের শিক্ষায় প্রোথিত এই বিচার, ঈশ্বরের ধার্মিকতা, করুণার গুরুত্ব এবং মানুষ, স্বর্গদূত ও স্বয়ং এই জগৎসহ সমস্ত সৃষ্টির জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দলিলে বাইবেলের মূল শ্লোকগুলোকে চিন্তার একটি যৌক্তিক অনুক্রমে সাজানো হয়েছে, যা বিচারের মানবিক দিক থেকে শুরু করে ঐশ্বরিক নীতি, বিশ্বাসীদের ভূমিকা এবং অন্তিম-সময়ের ঘটনাবলীর দিকে অগ্রসর হয়। শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় উৎস থেকে সংগৃহীত এই কাঠামোর লক্ষ্য হলো, বিচারকে কীভাবে একটি বর্তমান নৈতিক নির্দেশিকা এবং একটি ভবিষ্যৎ ঐশ্বরিক বাস্তবতা উভয় রূপেই চিত্রিত করা হয়েছে, তা বোঝার জন্য একটি ব্যাপক অধ্যয়ন উপকরণ প্রদান করা। শ্লোকগুলো তথ্যসূত্র ও মূল পাঠসহ (প্রধানত ইংলিশ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন থেকে, এবং এনআইভি বা এর বিভিন্ন সংস্করণের জন্য টীকা সহ) উপস্থাপন করা হয়েছে, যা কোনো অংশ বাদ পড়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি যেখানে ধারণাগুলোর মধ্যে মিল রয়েছে সেখানে পারস্পরিক তথ্যসূত্রের সুযোগ রাখে।

## ১. বিচারের মানবিক দিক

### ক. ভগামিপূর্ণ বা অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

#### ১. সাধারণ নিষেধাজ্ঞা এবং ন্যায্যতার আহ্বান

- লেবীয় পুস্তক ১৯:১৫: ন্যায়বিচার বিকৃত করো না; দরিদ্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা ধনীদেবের প্রতি অনুগ্রহ করো না, বরং তোমার প্রতিবেশীর ন্যায্য বিচার করো। (□□□)
- হিতোপদেশ ৩১:৯: সোচ্চার হও ও ন্যায্য বিচার করো; দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রক্ষা করো। (□□□)
- মথি ৭:১-৫: বিচার করো না, যেন তোমরাও বিচারিত না হও। কারণ তোমরা যে বিচার করো, সেই বিচারেই তোমাদের বিচার করা হবে, এবং তোমরা যে মাপে মাপো, সেই মাপে তোমাদেরও মাপা হবে। তুমি কেন তোমার ভাইয়ের চোখের ক্ষুদ্র কণাটি দেখো, কিন্তু নিজের চোখের বড় কাষ্ঠখণ্ডটি লক্ষ্য করো না? অথবা তুমি তোমার ভাইকে কী করে বলতে পারো, ‘আমাকে তোমার চোখের ক্ষুদ্র কণাটি বের করতে দাও,’ যখন তোমার নিজের চোখেই বড় কাষ্ঠখণ্ড রয়েছে? হে ভগ্ন, প্রথমে নিজের চোখের বড় কাষ্ঠখণ্ডটি বের করো, তাহলেই তুমি তোমার ভাইয়ের চোখের ক্ষুদ্র কণাটি বের করার জন্য পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে।
- মথি ৭:২: কারণ তোমরা যে বিচার করো, সেই বিচারেই তোমাদের বিচার করা হবে; এবং তোমরা যে মাপে মাপো, সেই মাপে তোমাদেরও মাপা হবে।
- লুক ৬:৩৭-৩৮: বিচার করো না, তাহলে তোমাদেরও বিচার করা হবে না; নিন্দা করো না, তাহলে তোমাদেরও নিন্দা করা হবে না; ক্ষমা করো, তাহলে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে; দান করো, তাহলে তোমাদেরও দান করা হবে। উত্তম পরিমাণে, চেপে, বাঁকিয়ে, উপচে পড়া অবস্থায় তোমাদের কোলে দেওয়া হবে। কারণ তোমরা যে মাপে ব্যবহার করো, সেই মাপে তোমাদেরও প্রতিদান দেওয়া হবে।
- যোহন ৭:২৪: বাহ্যিক রূপ দেখে বিচার করো না, বরং সঠিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে বিচার করো।
- রোমীয় ২:১-৩: অতএব, হে মানুষ, তোমাদের মধ্যে যারা বিচার করো, তাদের কোনো অজুহাত নেই। কারণ অন্যের বিচার করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করো, কেননা তুমি, অর্থাৎ বিচারক, ঠিক সেই কাজগুলোই করো। আমরা জানি যে, যারা এই ধরনের কাজ করে, ঈশ্বরের বিচার তাদের ওপর ন্যায্যভাবেই পতিত হয়। হে মানুষ, তুমি কি মনে করো—যে তুমি এই ধরনের কাজ যারা করে তাদের বিচার করো, অথচ তুমি নিজেই তা করো—যে তুমি ঈশ্বরের বিচার থেকে রক্ষা পাবে?

- রোমীয় ২:১: অতএব, হে মানুষ, তোমাদের মধ্যে যারা বিচার করো, তাদের কোনো অজুহাত নেই। কেননা অন্যের বিচার করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করো, কেননা তুমি, অর্থাৎ বিচারক, ঠিক সেই একই কাজগুলো করো।
- যাকোব ৪:১১-১২: হে ভাইয়েরা, তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলে না। যে ব্যক্তি ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে বা তার বিচার করে, সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলে এবং ব্যবস্থার বিচার করে। কিন্তু যদি তোমরা ব্যবস্থার বিচার করো, তবে তোমরা ব্যবস্থার পালনকারী নও, বরং বিচারক। একমাত্র তিনিই ব্যবস্থা-প্রণেতা ও বিচারক, যিনি রক্ষা করতে ও বিনাশ করতে সক্ষম। কিন্তু তুমি কে যে তোমার প্রতিবেশীর বিচার করবে?

## ২. অবজ্ঞা পরিহার করা বা হেঁচট খাওয়ানো

- মথি ৬:১-৩৪: (বিচার এড়ানোর জন্য গোপনে ধার্মিকতা পালন করার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ; মূল কথা: লোকেদের চোখে পড়ার জন্য তাদের সামনে নিজেদের ধার্মিকতা পালন করা থেকে সাবধান থেকো, কেননা তাহলে স্বর্গে থাকা তোমাদের পিতার কাছ থেকে তোমরা কোনো পুরস্কার পাবে না...)
- মথি ৭:১২: অতএব, অন্যেরা তোমাদের প্রতি যেমন ব্যবহার করুক তোমরা চাও, তাদের প্রতিও তোমরা ঠিক তেমন ব্যবহার করো; কেননা বিধান ও ভাববাদিগ্রন্থে এটাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- লুক ৬:৩১-৪২: (সুবর্ণ নীতি ও বিচার; মূল কথা: অন্যের সাথে তেমন আচরণ করো, যেমনটি তুমি চাও যে তারা তোমার সাথে করুক... তুমি কেন তোমার ভাইয়ের চোখের ক্ষুদ্র কণাটি দেখো, কিন্তু নিজের চোখের বড় কাঠখণ্ডটির দিকে লক্ষ্য করো না?) (□□□)
- যোহন ৮:১-৮: (ব্যভিচারে ধরা পড়া নারী; মূল কথা: তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ, সে-ই প্রথম তাকে পাথর ছুঁড়ুক।) (□□□)
- রোমীয় ১২:১৬-১৯: তোমরা একে অপরের সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করো। অহংকারী হয়ো না, বরং দীনহীনদের সঙ্গে মেলামেশা করো। নিজের চোখে নিজেকে জ্ঞানী ভেবো না। কারণ প্রতি মন্দের বদলে মন্দ দিও না, বরং সকলের দৃষ্টিতে যা সম্মানজনক, তা করার চেষ্টা করো। যদি সম্ভব হয়, এবং তা যদি তোমাদের উপর নির্ভর করে, তবে সকলের সঙ্গে শান্তিতে বাস করো। প্রিয়জনেরা, তোমরা কখনও প্রতিশোধ নিও না, বরং তা ঈশ্বরের ক্রোধের উপর ছেড়ে দাও... (□□□)
- রোমীয় ১২:১৯: প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা কখনও নিজেরা প্রতিশোধ নিও না, বরং তা ঈশ্বরের ক্রোধের উপর ছেড়ে দাও; কেননা লেখা আছে, “প্রতিশোধ আমার, আমিই তার প্রতিদান দেব, প্রভু বলেন।”
- রোমীয় ১৪:১-১৩: (বিতর্কিত বিষয়ে বিচার না করার বিষয়ে সম্পূর্ণ অধ্যায়; মূল কথা: যার বিশ্বাস দুর্বল, তাকে গ্রহণ করো, বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তর্ক না করে... অতএব, এসো আমরা আর পরস্পরের বিচার না করি...)
- রোমীয় ১৪:৩-৪: যে খায়, সে যেন যে খায় না তাকে তুচ্ছ না করে, এবং যে খায় না, সেও যেন যে খায় তার বিচার না করে, কারণ ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেছেন। তুমি কে যে অন্যের দাসের বিচার করবে? সে তার নিজের প্রভুর সামনেই দাঁড়ায় বা পড়ে যায়। আর সে টিকে থাকবে, কারণ প্রভু তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে সক্ষম।
- রোমীয় ১৪:১০-১২: তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার করো? অথবা তুমি কেন তোমার ভাইকে তুচ্ছ করো? কারণ আমরা সকলেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াব; কেননা লেখা আছে, “প্রভু বলেন, আমার জীবন্ত থাকার শপথ, প্রত্যেক হাঁটু আমার সামনে নত হবে এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের কাছে স্বীকারোক্তি করবে।” সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছে নিজের হিসাব দেবে।
- রোমীয় ১৪:১০: তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার করো? অথবা তুমি কেন তোমার ভাইকে তুচ্ছ করো? কারণ আমরা সকলেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াব।
- রোমীয় ১৪:১২-১৩: অতএব আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বরের কাছে নিজের হিসাব দিতে হবে। তাই আমরা যেন আর পরস্পরের বিচার না করি, বরং এই সংকল্প করি যে, কোনো ভাইয়ের পথে কখনও বিঘ্ন বা বাধা সৃষ্টি করব না।
- রোমীয় ১৪:১২: অতএব আমাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছে নিজের হিসাব দেবে।
- ১ করিন্থীয় ৮:৭-১৩: (বিবেক এবং অন্যদের বিপথে চালিত না করার বিষয়ে; মূল কথা: কিন্তু সকলের এই জ্ঞান নেই। তবে কেউ কেউ, প্রতিমার সঙ্গে পূর্ব সম্পর্কের কারণে, প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা খাবারের মতোই খাবার খায়, এবং তাদের বিবেক দুর্বল হওয়ায় কলুষিত হয়...)
- গালাতীয় ৬:১-৬: হে ভাইয়েরা, যদি কেউ কোনো অপরাধে ধরা পড়ে, তবে তোমরা যারা আত্মিক, তারা নম্রতার আত্মায় তাকে ফিরিয়ে আনো। নিজের বিষয়েও সতর্ক থেকো, পাছে তোমরাও প্রলোভিত হও... (□□□)

- ইফিষীয় ৪:২৯: তোমাদের মুখ থেকে কোনো কলুষিত কথাবার্তা বের না হোক, কিন্তু কেবল এমন কথাই বের হোক যা গঠনমূলক ও উপযুক্ত, যেন তা শ্রোতাদের অনুগ্রহ দান করে।

## খ. বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিচারবুদ্ধির বিকাশ

### ১. বিবেচনার উৎসসমূহ (ঈশ্বর, জীবনাচরণ ও ধর্মগ্রন্থ থেকে)

- হিতোপদেশ ২:৬-৯: কারণ সদাপ্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন; তাঁর মুখ থেকে জ্ঞান ও বোধশক্তি আসে; তিনি ধার্মিকদের জন্য উত্তম প্রজ্ঞা সঞ্চয় করে রাখেন; যারা সততার পথে চলে, তিনি তাদের চালস্বরূপ; তিনি ন্যায়ের পথ রক্ষা করেন এবং তাঁর সাধুদের পথের উপর নজর রাখেন। তখন তোমরা ধার্মিকতা, ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা, অর্থাৎ প্রত্যেক উত্তম পথ বুঝতে পারবে।
- হিতোপদেশ ৩:২১-২৩: হে আমার পুত্র, এই সকল বিষয় থেকে দৃষ্টি হারিয়ে না; সুস্থ জ্ঞান ও বিচক্ষণতা বজায় রাখো, আর তা তোমার আত্মার জন্য জীবন ও তোমার গলার জন্য অলঙ্কারস্বরূপ হবে। তখন তুমি নিরাপদে তোমার পথে চলবে এবং তোমার পা হেঁচট খাবে না।
- ১ করিন্থীয় ২:১৪-১৫: জাগতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়সমূহ গ্রহণ করে না, কেননা সেগুলি তার কাছে মুর্খতা বলে মনে হয় এবং সে তা বুঝতে পারে না, কারণ সেগুলি আত্মিকভাবে নিরূপণ করা হয়। আত্মিক ব্যক্তি সমস্ত কিছুর বিচার করে, কিন্তু তার বিচার কেউ করে না।
- ইব্রীয় ৪:১২: কারণ ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়; তা যেকোনো দুইধারী তরবারির চেয়েও ধারালো; যা আত্মা ও মনকে, অস্থিসন্ধি ও মজ্জাকে ভেদ করে এবং হৃদয়ের চিন্তা ও অভিপ্রায়কে বুঝতে পারে।
- ইব্রীয় ৫:১২-১৪: কারণ এই সময়ের মধ্যে তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের বাণীর মূল নীতিগুলো তোমাদের আবার শেখানোর জন্য একজনের প্রয়োজন। তোমাদের দুধের প্রয়োজন, কঠিন খাদ্যের নয়; কারণ যে কেবল দুধের উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে, সে ধার্মিকতার বাক্যে অদক্ষ, যেহেতু সে শিশু। কিন্তু কঠিন খাদ্য তাদের জন্য, যারা পরিপক্ব; যাদের বিচারশক্তি অবিরাম অনুশীলনের দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছে, যেন তারা ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে।
- যাকোব ৩:১৭: কিন্তু স্বর্গীয় প্রজ্ঞা প্রথমে পবিত্র, তারপর শান্ত, নম্র, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, করুণা ও সৎকর্মে পরিপূর্ণ, নিরপেক্ষ এবং আন্তরিক।
- ২ তীমথিয় ৩:১৪-১৭: কিন্তু তুমি যা শিখেছ, তাতেই স্থির থাকো... সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বরের নিঃশ্বাসে দেওয়া এবং তা শিক্ষাদান, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপকারী... (□□□)

### ২. পরীক্ষা ও নিরীক্ষা (আত্মা, শিক্ষা এবং সবকিছু)

- ১ থেসালোনিকীয় ৫:২১-২২: কিন্তু তোমরা সবকিছু পরীক্ষা কর; যা ভালো, তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ। সব ধরনের মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক।
- ১ যোহন ২:৩-৬: আর এর দ্বারাই আমরা জানতে পারি যে, আমরা তাঁকে জেনেছি, যদি আমরা তাঁর আজ্ঞা পালন করি। যে কেউ বলে, “আমি তাঁকে জানি,” কিন্তু তাঁর আজ্ঞা পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী, এবং তার মধ্যে সত্য নেই; কিন্তু যে তাঁর বাক্য পালন করে, তার মধ্যেই ঈশ্বরের প্রেম সত্যই পূর্ণতা লাভ করে। এর দ্বারাই আমরা জানতে পারি যে আমরা তাঁর মধ্যে আছি: যে কেউ বলে সে তাঁর মধ্যে বাস করে, তার উচিত তিনি যেভাবে চলতেন, সেভাবেই চলা।
- ১ যোহন ৩:২৩-২৪: আর তাঁর এই আদেশই এই যে, আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি এবং পরস্পরকে প্রেম করি, যেমন তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন। যে তাঁর আদেশ পালন করে, সে ঈশ্বরের মধ্যে থাকে এবং ঈশ্বরও তার মধ্যে থাকেন। আর এর দ্বারাই আমরা জানতে পারি যে, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন; সেই আত্মার দ্বারা, যাঁকে তিনি আমাদের দিয়েছেন।
- ১ যোহন ৪:১-১৩: প্রিয় ভাইয়েরা, প্রত্যেক আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, কিন্তু আত্মাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কি না; কেননা অনেক ভণ্ড ভাববাদী জগতে বেরিয়ে পড়েছে... (আত্মা পরীক্ষা এবং প্রেম বিষয়ে বিস্তারিত)।

## গ. বিবাদ ও জীবনের বিষয়াদি বিচারে মানুষের ভূমিকা

### ১. বিশ্বাসীদের মধ্যে (ধর্মনিরপেক্ষ আদালতের চেয়ে সাধুগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া)

- ১ করিন্থীয় ৪:৫: অতএব, সময়ের পূর্বে, প্রভুর আগমনের পূর্বে বিচার কোরো না; তিনি অন্ধকারে গুপ্ত বিষয়গুলো প্রকাশ করবেন এবং হৃদয়ের উদ্দেশ্যসমূহ উন্মোচন করবেন। তখন প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে তার প্রশংসা পাবে।
- ১ করিন্থীয় ৬:১-৬: যখন তোমাদের মধ্যে একজনের অন্যজনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকে, তখন সে কি সাধুদের কাছে না গিয়ে অধার্মিকদের কাছে বিচার চাইতে সাহস করে? অথবা তোমরা কি জানো না যে সাধুরাই জগতের বিচার করবেন? আর যদি জগতের বিচার তোমাদের দ্বারাই হয়, তবে তোমরা কি তুচ্ছ মামলার বিচার করতে অযোগ্য? তোমরা কি জানো না যে আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব? তাহলে এই জীবনের বিষয়গুলো তো আরও বেশি! সুতরাং তোমাদের যদি এই ধরনের মামলা থাকে, তবে কেন তোমরা মণ্ডলীর মধ্যে যাদের কোনো মর্যাদা নেই, তাদের কাছে তা পেশ করো? আমি তোমাদের লজ্জার জন্য এই কথা বলছি। এমন কি হতে পারে যে, ভাইদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করার মতো জ্ঞানী তোমাদের মধ্যে কেউ নেই, অথচ ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে, এবং তাও অবিশ্বাসীদের কাছে?
- ১ করিন্থীয় ৬:১-৫: তোমাদের মধ্যে এমন কে আছেন, যিনি তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পেলে, সাধুদের কাছে না গিয়ে অধার্মিকদের কাছে বিচার চাইতে সাহস করেন? অথবা তোমরা কি জানো না যে সাধুরাই জগতের বিচার করবেন? যদি জগতের বিচার তোমরাই করো, তবে ক্ষুদ্রতম আদালত গঠন করার যোগ্যতা কি তোমাদের নেই? তোমরা কি জানো না যে আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব? তাহলে পার্থিব বিষয়াদির বিচার তো আরও কত বেশি হবে? সুতরাং, পার্থিব বিষয়াদির বিচারের জন্য যদি তোমাদের আদালত থাকে, তবে তোমরা কি তাদেরকেই বিচারক নিযুক্ত করো, যারা মণ্ডলীর কাছে গুরুত্বহীন? আমি তোমাদের লজ্জার জন্য এই কথা বলছি। এমন কি যে, তোমাদের মধ্যে একজনও জ্ঞানী ব্যক্তি নেই, যিনি নিজ ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারবেন?

### ২. বৃহত্তর বিচার এড়ানোর জন্য আত্ম-বিচার

- ১ করিন্থীয় ১১:৩১: কিন্তু আমরা যদি নিজেদেরকে সঠিকভাবে বিচার করতাম, তবে আমাদের বিচার করা হতো না।
- ১ করিন্থীয় ৯:২৭: কিন্তু আমি আমার দেহকে শাসন করি ও নিয়ন্ত্রণে রাখি, পাছে অন্যদের কাছে প্রচার করার পর আমি নিজেই অযোগ্য হয়ে পড়ি।

## ২. বিচারের ঐশ্বরিক নীতিসমূহ

### ক. চূড়ান্ত বিচারক হিসেবে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব

#### ১. ঈশ্বরের বিচারে ধার্মিকতা ও নিরপেক্ষতা

- গীতসংহিতা ৯৮:৯: প্রভুর সামনে, কারণ তিনি পৃথিবীর বিচার করতে আসছেন। তিনি জগতের বিচার করবেন ধার্মিকতার সাথে, এবং জাতিসমূহের বিচার করবেন ন্যায়ের সাথে।
- যিশাইয় ৫৪:১৭: তোমার বিরুদ্ধে গড়া কোনো অস্ত্রই সফল হবে না, এবং বিচারের জন্য তোমার বিরুদ্ধে ওঠা প্রত্যেক জিহ্বাকে তুমি খণ্ডন করবে। প্রভু ঘোষণা করেন, এটাই প্রভুর দাসদের উত্তরাধিকার এবং আমার কাছ থেকে তাদের প্রতিপাদন।
- দানিয়েল ৭:৯-১০: আমি দেখতেই দেখলাম, সিংহাসনগুলো রাখা আছে এবং ঈশ্বর তাঁর আসনে বসলেন; তাঁর পোশাক ছিল বরফের মতো সাদা এবং তাঁর মাথার চুল ছিল বিশুদ্ধ পশমের মতো; তাঁর সিংহাসন ছিল অগ্নিশিখার মতো এবং তার চাকাগুলো ছিল জ্বলন্ত আগুন। তাঁর সামনে থেকে আগুনের একটি স্রোত নির্গত হয়ে বের হচ্ছিল; হাজার হাজার লোক তাঁর সেবা করছিল এবং দশ হাজার গুণ দশ হাজার লোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল; বিচারসভা বসেছিল এবং পুস্তকগুলো খোলা হয়েছিল।
- প্রেরিত ১৭:৩১: কারণ তিনি তাঁর মনোনীত এক ব্যক্তির দ্বারা ধার্মিকতার সাথে জগতের বিচার করার জন্য একটি দিন স্থির করেছেন; এবং তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করে তিনি সকলকে এই বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।
- ১ পিতর ১:১৭: আর যদি তোমরা তাঁকে পিতা বলে ডাকো, যিনি প্রত্যেকের কর্ম অনুসারে নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন, তবে তোমাদের নির্বাসনের পুরো সময়টা ভয়ের সঙ্গে আচরণ করো।
- ১ পিতর ৪:৫: কিন্তু যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে প্রস্তুত, তাঁর কাছে তারা হিসাব দেবে।

- ১ পিতার ৪:১৭: কারণ ঈশ্বরের পরিবারে বিচার শুরু হওয়ার সময় হয়েছে; আর যদি তা আমাদের দিয়েই শুরু হয়, তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচার পালন করে না, তাদের পরিণাম কী হবে?

## ২. কর্ম, গোপনীয়তা ও হৃদয়ের বিচার

- উপদেশক ১২:১৪: কারণ ঈশ্বর প্রত্যেকটি কাজকে, এবং প্রত্যেক গোপন বিষয়কে, তা ভালো হোক বা মন্দ, বিচারের সম্মুখীন করবেন।
- রোমীয় ২:৫-১২: কিন্তু তোমাদের কঠিন ও অনুতাপহীন হৃদয়ের কারণে তোমরা ক্রোধের দিনের জন্য নিজেদের উপর ক্রোধ সঞ্চয় করছ, যেদিন ঈশ্বরের ধার্মিক বিচার প্রকাশিত হবে... (পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত)।
- রোমীয় ২:৫: কিন্তু তোমাদের কঠিন ও অনুতাপহীন হৃদয়ের কারণে তোমরা ক্রোধের দিনের জন্য নিজেদের উপর ক্রোধ সঞ্চয় করছ, যেদিন ঈশ্বরের ধার্মিক বিচার প্রকাশিত হবে।
- রোমীয় ২:১২: কারণ যারা ব্যবস্থা ব্যতীত পাপ করেছে, তারা ব্যবস্থা ব্যতীতই বিনষ্ট হবে; এবং যারা ব্যবস্থার অধীনে পাপ করেছে, তাদের বিচার ব্যবস্থা দ্বারাই করা হবে।
- রোমীয় ২:১৬: সেই দিনে, আমার সুসমাচার অনুসারে, ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা মানুষের গোপন বিষয়সমূহের বিচার করবেন।
- রোমীয় ৬:২৩: কারণ পাপের মজুরি মৃত্যু, কিন্তু আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের বিনামূল্যের দান হলো অনন্ত জীবন।
- ইব্রীয় ১৩:৪: সকলের মধ্যে বিবাহ সমাদৃত হোক এবং বিবাহসংগী নিষ্কলুষ থাকুক, কেননা ঈশ্বর ব্যভিচারী ও পরকীয়ার বিচার করবেন।

## খ. নিযুক্ত বিচারক হিসেবে যিশু খ্রিস্টের ভূমিকা

### ১. পিতার কাছ থেকে অর্পিত কর্তৃত্ব

- যোহন ৫:২১-৩০: কারণ পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থান ঘটিয়ে জীবন দান করেন, তেমনি পুত্রও যাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন। কারণ পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন, যেন সকলে পিতার মতোই পুত্রকেও সম্মান করে। যে পুত্রকে সম্মান করে না, সে তাঁকে যিনি পাঠিয়েছেন সেই পিতাকেও সম্মান করে না। আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করে। তার বিচার হয় না, বরং সে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, এমন এক সময় আসছে, এবং তা এখনই এসে গেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের রব শুনবে, আর যারা শুনবে, তারা জীবিত হবে। কারণ পিতা যেমন নিজের মধ্যে জীবন ধারণ করেন, তেমনি তিনি পুত্রকেও নিজের মধ্যে জীবন ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর তিনি তাঁকে বিচার করার কর্তৃত্ব দিয়েছেন, কারণ তিনি মনুষ্যপুত্র। এতে আশ্চর্য হয়ো না, কারণ এমন এক সময় আসছে যখন কবরে থাকা সকলে তাঁর রব শুনবে এবং বেরিয়ে আসবে; যারা ভালো কাজ করেছে তারা জীবন পুনরুত্থানের জন্য, আর যারা মন্দ কাজ করেছে তারা বিচার পুনরুত্থানের জন্য। আমি নিজের ইচ্ছায় কিছুই করতে পারি না। আমি যেমন শুনি, তেমনিই বিচার করি, এবং আমার বিচার ন্যায্য, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা নয়, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছাই পালন করি। (বিচারের কর্তৃত্বের সাথে পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ যুক্ত করে সম্প্রসারিত।)
- যোহন ৫:২২: কারণ পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন।
- প্রেরিত ১০:৪২: আর তিনি আমাদের আদেশ দিলেন যেন আমরা লোকদের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, জীবিত ও মৃতদের বিচারক হওয়ার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত তিনিই সেই ব্যক্তি।

### ২. যিশুর বাক্য ও শিক্ষার মাধ্যমে বিচার

- যোহন ১২:৪৬-৪৮: আমি জগতে আলোরূপে এসেছি, যেন যে কেউ আমাতে বিশ্বাস করে, সে অন্ধকারে না থাকে। যদি কেউ আমার বাক্য শুনেও পালন না করে, তবে আমি তার বিচার করি না; কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, কিন্তু জগৎকে রক্ষা করতে এসেছি। যে আমাকে অগ্রাহ্য করে ও আমার বাক্য গ্রহণ করে না, তার একজন বিচারক আছে; আমি যে বাক্য বলেছি, সেই বাক্যই শেষ দিনে তার বিচার করবে।
- যোহন ১২:৪৭-৪৮: (উপরেরটির অনুরূপ; যিশুর শিক্ষাই আদর্শ।)
- যোহন ১২:৪৮: যে আমাকে অগ্রাহ্য করে ও আমার বাক্য গ্রহণ করে না, তার একজন বিচারক আছে; আমি যে বাক্য বলেছি, সেই বাক্যই শেষ দিনে তার বিচার করবে।

### ৩. খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ ও সমর্থন

- যোহন ৩:১৬-১৮: কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কারণ ঈশ্বর জগৎকে দোষী সাব্যস্ত করতে তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠাননি, কিন্তু জগৎ যেন তাঁর মাধ্যমে পরিত্রাণ পায়। যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে দোষী সাব্যস্ত হয় না...
- যোহন ৩:১৭-১৮: কারণ ঈশ্বর জগৎকে দোষী সাব্যস্ত করতে তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠাননি, কিন্তু যেন তাঁর মাধ্যমে জগৎ পরিত্রাণ পায়। যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে দোষী সাব্যস্ত হয় না; কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, সে ইতিমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, কারণ সে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের নামে বিশ্বাস করেনি।
- যোহন ৫:২৪: আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর উপর বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়। তার বিচার হয় না, বরং সে মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছে।
- রোমীয় ৮:১: অতএব, যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছেন, তাদের জন্য এখন আর কোনো দণ্ডাজ্ঞা নেই।
- ১ যোহন ২:১-২: হে আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের কাছে এই বিষয়গুলো লিখছি যেন তোমরা পাপ না করো। কিন্তু যদি কেউ পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের একজন মধ্যস্থ আছেন, তিনি হলেন ধার্মিক যিশু খ্রীষ্ট। তিনিই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত; কেবল আমাদের পাপের নয়, বরং সমগ্র জগতের পাপেরও।
- ২ তীমথিয় ৪:৮: অতঃপর আমার জন্য ধার্মিকতার মুকুট সঞ্চিত আছে, যা প্রভু, ধার্মিক বিচারক, সেই দিনে আমাকে দেবেন; এবং শুধু আমাকেই নয়, বরং তাদের সকলকেও দেবেন যারা তাঁর আবির্ভাবকে ভালোবাসে।

### গ. ঐশ্বরিক বিচারের মানদণ্ড ও ভিত্তি

#### ১. কর্ম, কথা ও কাজের উপর ভিত্তি করে

- মথি ১২:৩৬-৩৭: আমি তোমাদের বলছি, বিচার দিনে লোকেরা তাদের বলা প্রত্যেকটি অসতর্ক কথার জন্য হিসাব দেবে; কেননা তোমাদের কথার দ্বারাই তোমরা নির্দোষ প্রমাণিত হবে এবং তোমাদের কথার দ্বারাই তোমরা দোষী সাব্যস্ত হবে।
- মথি ২৫:১৪-৩০: কারণ তা এমন এক ব্যক্তির মতো হবে, যিনি যাত্রায় যাওয়ার আগে নিজের দাসদের ডেকে তাদের হাতে নিজের সম্পত্তি অর্পণ করলেন। তিনি একজনকে পাঁচটি তালন্ত, অন্যজনকে দুটি এবং আরেকজনকে একটি তালন্ত দিলেন; প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুযায়ী। তারপর তিনি চলে গেলেন। যে পাঁচটি তালন্ত পেয়েছিল, সে তখনই গিয়ে তা দিয়ে ব্যবসা করল এবং আরও পাঁচটি তালন্ত উপার্জন করল। তেমনিভাবে, যে দুটি তালন্ত পেয়েছিল, সেও আরও দুটি তালন্ত উপার্জন করল। কিন্তু যে একটি তালন্ত পেয়েছিল, সে গিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার প্রভুর টাকা লুকিয়ে রাখল। অনেক দিন পর সেই দাসদের প্রভু এসে তাদের সঙ্গে হিসাব মেটাতে লাগলেন। তখন যে পাঁচটি তালন্ত পেয়েছিল, সে আরও পাঁচটি তালন্ত নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে পাঁচটি তালন্ত দিয়েছিলেন; দেখুন, আমি আরও পাঁচটি তালন্ত উপার্জন করেছি।' তার প্রভু তাকে বললেন, 'সাবাস, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্পের উপর বিশ্বস্ত ছিলে; আমি তোমাকে অনেক কিছুর উপর নিযুক্ত করব। তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করো।' যে দুই তালন্ত পেয়েছিল, সেও এগিয়ে এসে বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে দুই তালন্ত দিয়েছিলেন; দেখুন, আমি আরও দুই তালন্ত উপার্জন করেছি।' তার প্রভু তাকে বললেন, 'সাবাস, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্পের উপর বিশ্বস্ত ছিলে; আমি তোমাকে অনেক কিছুর উপর নিযুক্ত করব। তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ করো।' যে এক তালন্ত পেয়েছিল, সেও এগিয়ে এসে বলল, 'প্রভু, আমি জানতাম আপনি একজন কঠোর মানুষ; যেখানে বীজ বোনেনি, সেখান থেকে ফসল কাটেন এবং যেখানে বীজ ছড়াননি, সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করেন। তাই আমি ভয় পেয়েছিলাম এবং গিয়ে আপনার তালন্তটি মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। এই নিন, আপনার যা প্রাপ্য।' কিন্তু তার প্রভু তাকে উত্তর দিলেন, 'ওরে দুষ্ট ও অলস দাস! তুই জানতি যে আমি যেখানে বীজ বোনিনি, সেখান থেকে ফসল কাটি এবং যেখানে বীজ ছড়াইনি, সেখান থেকে শস্য সংগ্রহ করি? তাহলে তোর উচিত ছিল আমার টাকা মহাজনদের কাছে জমা রাখা, তাহলে আমার ফিরে আসার পর আমি সুদসহ আমার প্রাপ্য টাকা পেয়ে যেতাম। সুতরাং তার কাছ থেকে তালন্তটি নিয়ে নে এবং যার দশ তালন্ত আছে, তাকে দিয়ে দে।' কারণ যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে এবং তার প্রচুর হবে। কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও কেড়ে নেওয়া হবে। আর সেই অকর্মণ্য দাসকে বাইরের অন্ধকারে নিক্ষেপ করো। সেই স্থানে কান্না ও দাঁত কিড়মিড় করা থাকবে।#39; (প্রতিভার দৃষ্টান্ত, যা ঈশ্বর-প্রদত্ত সম্পদের তত্ত্বাবধান এবং বিশ্বস্ত ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিচারের উপর জোর দেয়।)
- ১ করিন্থীয় ৩:১১-১৫: কারণ যে ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, অর্থাৎ যিশু খ্রীষ্ট, তা ছাড়া আর কেউ ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। এখন যদি কেউ সেই ভিত্তির উপর সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর, কাঠ, খড় বা বিচালি দিয়ে নির্মাণ করে— তবে প্রত্যেকের কাজ প্রকাশ পাবে, কেননা সেই দিন তা প্রকাশ করে দেবে...

- ২ করিন্থীয় ৫:৯-১০: তাই আমরা ঘরে থাকি বা বাইরে থাকি, আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করাই আমাদের লক্ষ্য রাখি। কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে উপস্থিত হতে হবে, যেন প্রত্যেকে তার দেহ দ্বারা যা কিছু করেছে, তা ভালো হোক বা মন্দ, তার জন্য প্রাপ্য ফল লাভ করতে পারে।
- ২ করিন্থীয় ৫:১০: কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে উপস্থিত হতে হবে, যেন প্রত্যেকে তার দেহ দ্বারা যা কিছু করেছে, তা ভালো হোক বা মন্দ, তার জন্য প্রাপ্য ফল লাভ করতে পারে।
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১২: আর আমি দেখলাম, ছোট-বড় সব মূতেরা সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং পুস্তকগুলো খোলা হলো। তারপর আর একটি পুস্তক খোলা হলো, যা হলো জীবন-পুস্তক। আর পুস্তকগুলোতে যা লেখা ছিল, সেই অনুসারে ও মূতেরা যা করেছিল, সেই অনুযায়ী তাদের বিচার করা হলো।
- প্রকাশিত বাক্য ২২:১২: দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি, আমার প্রতিদান সঙ্গে নিয়ে, প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দিতে।

## ২. করুণা, বিশ্বাস এবং নিন্দা থেকে মুক্তি

- মার্ক ১৬:১৬: যে বিশ্বাস করে ও বাপ্টিস্ম গ্রহণ করে, সে পরিত্রাণ পাবে; কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, সে দণ্ডপ্রাপ্ত হবে।
- যাকোব ২:১৩: কারণ যে করুণা দেখায়নি, তার প্রতি বিচারও করুণাহীন। করুণা বিচারের উপর জয়ী হয়।
- যাকোব ৫:১২: কিন্তু সর্বোপরি, হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা স্বর্গ, পৃথিবী বা অন্য কোনো কিছুর নামে শপথ কোরো না; বরং তোমাদের 'হ্যাঁ' যেন হ্যাঁ হয় এবং তোমাদের 'না' যেন না হয়, যেন তোমরা দণ্ডাজ্ঞার অধীন না হও।
- ১ যোহন ৪:১৭: এর দ্বারাই আমাদের মধ্যে প্রেম সিদ্ধ হয়, যেন আমরা বিচার দিনের জন্য সাহস পাই; কেননা তিনি যেমন, এই জগতে আমরাও তেমনই।

## ৩. বিচারে বিশ্বাসী ও সাধুদের ভূমিকা

### ক. সাধুগণ কর্তৃক বিশ্ব, ফেরেশতা এবং জাতিসমূহের বিচার

- মথি ১৯:২৮: যীশু তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, নতুন জগতে, যখন মনুষ্যপুত্র তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরা যারা আমার অনুগামী হয়েছ, তারাও ইস্রায়েলের বারোটি গোত্রের বিচার করার জন্য বারোটি সিংহাসনে বসবে।”
- ১ করিন্থীয় ৬:১-৫: (□□1-এর সাথে প্রাসঙ্গিক; জগৎ ও স্বর্গদূতদের বিচার করার ক্ষেত্রে সাধুগণের ভূমিকার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।)
- প্রকাশিত বাক্য ২০:৪: তখন আমি সিংহাসনসমূহ দেখলাম, এবং সেগুলির উপর বিচার করার কর্তৃত্ব যাঁদের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল, তাঁরাই বসেছিলেন...

### খ. শিক্ষক ও নেতাদের জন্য কঠোরতর বিচার

- লুক ১২:৪২-৪৮: (বিশ্বস্ত দাসের দৃষ্টান্ত; মূল কথা: যাকে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে বেশিই চাওয়া হবে...)
- যাকোব ৩:১: হে আমার ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষক হনো না, কেননা তোমরা জানো যে, আমরা যারা শিক্ষা দিই, আমাদের আরও কঠোরভাবে বিচার করা হবে।

## চতুর্থ। পরকালবিষয়ক বিচার (বিচার দিবস ও চূড়ান্ত হিসাব)

এই অংশটি ইব্রীয় ৬:১-২-এর □□□□□; মৃতদের পুনরুত্থান □□□□□; এবং □□□□□; অনন্তকালীন বিচার □□□□□; নামক মৌলিক মতবাদগুলোকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ করা হয়েছে, এবং সেগুলোকে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে: পুনরুত্থান জবাবদিহিতার জন্য সকলকে পুনরুজ্জীবিত করে, যা অনন্তকালীন বিচারের অপরিবর্তনীয় পরিণতির দিকে পরিচালিত করে। বাইবেলের পাঠ্যগুলো মৃত্যুর পরবর্তী একটি অন্তর্বর্তী অবস্থার (শেওল/হেডিস, যেখানে বিশ্রাম বা যন্ত্রণার জন্য আলাদা প্রকোষ্ঠ রয়েছে) উপর জোর দেয়, তাৎক্ষণিক স্বর্গের উপর নয়, যা দৈহিক পুনরুত্থানের অপেক্ষায় থাকে। ১ হনোক ২২ থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি (লুক ১৬:১৯-৩১-এর মতো শেওল/হেডিসের বাইবেলীয় বিভাজনের প্রতিধ্বনি করে) □□□□□; শূন্য স্থান □□□□□; -এর বর্ণনা দেয়, যা ধার্মিক আত্মাদের উজ্জ্বল শান্তিতে থাকা এবং দুষ্টিদের অন্ধকারে থাকা আত্মাদের পৃথক করে, এবং পুনরুত্থান ও বিচারের পূর্ববর্তী এই অস্থায়ী পর্যায়কে আরও শক্তিশালী করে।

## ক. চূড়ান্ত বিচারের সময় ও অবশ্যম্ভাবিতা

### ১. মৃত্যুর পরে এবং শেষ সময়ে নিযুক্ত

- মথি ২৪:৩৬: কিন্তু সেই দিন ও সেই মুহূর্তের বিষয়ে কেউ জানে না; স্বর্গের দূতরাও না, পুত্রও না, কেবল পিতাই জানেন।
- মথি ২৫:১-১৩: তখন স্বর্গরাজ্য দশজন কুমারীর মতো হবে, যারা নিজেদের প্রদীপ নিয়ে বরকে অভ্যর্থনা জানাতে গেল। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ এবং পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। কারণ নির্বোধেরা যখন তাদের প্রদীপ নিল, তখন তারা সঙ্গে কোনো তেল নিল না, কিন্তু বুদ্ধিমতীরা তাদের প্রদীপের সঙ্গে তেলের পাত্র নিল। বর আসতে দেরি করায়, তারা সবাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাতে একটা চিংকার শোনা গেল, 'এই যে বর আসছে! তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে এসো।' তখন সেই কুমারীরা সবাই উঠে তাদের প্রদীপগুলো ঠিকঠাক করল। আর নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের বলল, 'তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু দাও, কারণ আমাদের প্রদীপগুলো নিভে যাচ্ছে।' কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তর দিল, 'যেহেতু আমাদের এবং তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, বরং তোমরা ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য কিনে নাও।' আর তারা যখন কিনতে যাচ্ছিল, তখন বর এসে গেল, এবং যারা প্রস্তুত ছিল তারা তার সঙ্গে বিবাহভোজে প্রবেশ করল, আর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পরে অন্য কুমারীরাও এসে বলল, 'প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।' কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, 'সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের চিনি না।' অতএব তোমরা সজাগ থাকো, কারণ তোমরা দিন বা ঘণ্টা কিছুই জানো না। (দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত, যা বিচারের আকস্মিক আগমনের জন্য প্রস্তুতি ও সজাগতার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে।)
- ইব্রীয় ৯:২৭-২৮: আর যেমন মানুষের জন্য একবার মৃত্যু ও তার পরে বিচার নির্ধারিত আছে, তেমনি খ্রীষ্টও অনেকের পাপ বহন করার জন্য একবার উৎসর্গীকৃত হয়ে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন; পাপের বিচার করতে নয়, বরং যারা তাঁর জন্য ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছে, তাদের পরিত্রাণ করতে।
- ইব্রীয় ৯:২৭: আর যেমন মানুষের জন্য একবার মৃত্যু এবং তার পরে বিচার নির্ধারিত আছে।

### ২. আকস্মিকতা এবং প্রস্তুতি

- ২ পিতর ৩:১০-১৩: কিন্তু প্রভুর দিন চোরের মতো আসবে, আর তখন আকাশমণ্ডল প্রচণ্ড শব্দে বিলীন হয়ে যাবে, এবং স্বর্গীয় বস্তুসমূহ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ও গলে যাবে, আর পৃথিবী ও তার উপর করা সমস্ত কাজ প্রকাশিত হবে... কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছি, যেখানে ধার্মিকতা বাস করে।

## খ. বিচার দিনের ঘটনাসমূহের বর্ণনা

### ১. মৃতদের পুনরুত্থান

এই উপবিভাগটি পুনরুত্থানকে অনন্তকালীন বিচারের প্রবেশদ্বার হিসেবে তুলে ধরার জন্য প্রসারিত করা হয়েছে, যা পুরাতন নিয়মের ইঙ্গিত (যেমন, পাতালকে একটি অপেক্ষার স্থান হিসেবে) এবং নতুন নিয়মের পরিপূর্ণতা থেকে নেওয়া হয়েছে। ১ হনোক ২২-এর বিভক্ত পরকাল (ধার্মিকদের জন্য উজ্জ্বল রাজ্য, দুষ্টিদের জন্য অন্ধকার) লুক ১৬-এর খাদ-বিভক্ত হেডিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা মৃত্যুকে সচেতন অপেক্ষার এক অন্তর্বর্তী অবস্থায় প্রবেশ হিসেবে চিত্রিত করে—ধার্মিকরা স্বর্গে (লুক ২৩:৪৩, গ্রিক [#39](#); প্যারাডেইসোস [#39](#); যা এদেনীয় বিশ্রামের প্রতিধ্বনি করে), দুষ্টিরা যন্ত্রণায়—চূড়ান্ত বিচারের জন্য শারীরিক পুনরুত্থান পর্যন্ত।

- দানিয়েল ১২:১-৩: সেই সময়ে মিখায়েল, সেই মহান অধ্যক্ষ যিনি তোমাদের প্রজাদের তত্ত্বাবধায়ক, তিনি আবির্ভূত হবেন। আর তখন এমন এক মহাকষ্টের সময় আসবে, যা কোনো জাতির ইতিহাসে সেই সময় পর্যন্ত আর কখনও আসেনি। কিন্তু সেই সময়ে তোমাদের প্রজারা উদ্ধার পাবে, যাদের নাম পুস্তকে লেখা পাওয়া যাবে। আর যারা পৃথিবীর ধূলিতে ঘুমিয়ে আছে, তাদের মধ্যে অনেকেই জেগে উঠবে; কেউ অনন্ত জীবনের জন্য, আর কেউ লজ্জা ও অনন্তকালীন অবজ্ঞার জন্য। আর যারা জ্ঞানী, তারা উপরের আকাশের উজ্জ্বলতার মতো দীপ্তিমান হবে; এবং যারা অনেকে ধার্মিকতার পথে ফেরায়, তারা চিরকাল ধরে তারার মতো উজ্জ্বল থাকবে। (পুনরুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী যা বিচারের দিকে পরিচালিত করবে, যার পরিণতি হবে অনন্ত জীবন বা অবজ্ঞা।)
- যোহন ৫:২৮-২৯: এতে আশ্চর্য হয়ো না, কারণ এমন এক সময় আসছে যখন কবরে থাকা সকলে তাঁর রব শুনবে ও বেরিয়ে আসবে; যারা সৎকর্ম করেছে তারা জীবন পুনরুত্থানের জন্য এবং যারা মন্দকর্ম করেছে তারা বিচার পুনরুত্থানের জন্য।
- প্রেরিত ২৪:১৪-১৫: কিন্তু আমি তোমাদের কাছে এই কথা স্বীকার করছি যে, যে পথকে তারা একটি সম্প্রদায় বলে, সেই পথ অনুসারে আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি ব্যবস্থা-ব্যবস্থায় যা কিছু নির্ধারিত এবং

ভাববাদীদের গ্রন্থে যা কিছু লেখা আছে, তার সবকিছু বিশ্বাস করি এবং ঈশ্বরের উপর আমার এই আশা আছে, যা এই লোকেরাও স্বীকার করে, যে ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়েরই পুনরুত্থান হবে।

- ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২: দেখ! আমি তোমাদের একটি রহস্য বলছি। আমরা সকলে ঘুমিয়ে পড়ব না, কিন্তু শেষ তুরীধ্বনিতে আমরা সকলে এক মুহূর্তে, চোখের পলকে, পরিবর্তিত হব। কারণ তুরী বাজবে, এবং মৃতেরা অবিনশ্বর হয়ে পুনরুত্থিত হবে, আর আমরা পরিবর্তিত হব। (খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের সময় পুনরুত্থানের বর্ণনা, যা চূড়ান্ত বিচারের সাথে সম্পর্কিত।)
- ১ থেসালোনিকীয় ৪:১৬-১৭: কারণ প্রভু স্বয়ং স্বর্গ থেকে আদেশসূচক চিৎকারের সঙ্গে, প্রধান দূতের স্বরধ্বনির সঙ্গে এবং ঈশ্বরের তুরীর শব্দের সঙ্গে নেমে আসবেন। আর খ্রীষ্টে মৃতেরা প্রথমে পুনরুত্থিত হবে। তারপর আমরা যারা জীবিত ও অবশিষ্ট আছি, তাদের সঙ্গে মেঘে করে আকাশে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তুলে নেওয়া হব, আর এইভাবে আমরা সর্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকব। (খ্রীষ্টের আগমনে বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান, যা বিচারের পূর্বে ঘটবে।)
- প্রকাশিত বাক্য ২০:৪-৬: তখন আমি সিংহাসনসমূহ দেখলাম, এবং সেগুলির উপর তাঁরা বসেছিলেন যাঁদের বিচার করার কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি আরও দেখলাম, যীশুর সাক্ষ্যের জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের জন্য যাঁদের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল, তাঁদের আত্মাদের; এবং যাঁরা সেই পশুকে বা তার প্রতিমাকে পূজা করেনি এবং তাঁদের কপালে বা হাতে তার চিহ্ন গ্রহণ করেনি, তাঁদের আত্মাদের। তাঁরা জীবিত হলেন এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করলেন। বাকি মৃতেরা সেই এক হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত জীবিত হলো না। এটাই প্রথম পুনরুত্থান। ধন্য ও পবিত্র সেই ব্যক্তি, যে প্রথম পুনরুত্থানে অংশীদার! এমন ব্যক্তির উপর দ্বিতীয় মৃত্যুর কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু তাঁরা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের যাজক হবেন এবং তাঁর সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন। (ধার্মিকদের প্রথম পুনরুত্থান এবং বিচারের জন্য পরবর্তী পুনরুত্থানের মধ্যে পার্থক্য।)
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১৩: আর সমুদ্র তার মধ্যে থাকা মৃতদেরকে ছেড়ে দিল, মৃত্যু ও পাতালপুরী তাদের মধ্যে থাকা মৃতদেরকে ছেড়ে দিল, এবং তাদের প্রত্যেককে, তারা যা করেছিল, সেই অনুসারে বিচার করা হল। (এর দ্বারা বিচারের জন্য সার্বজনীন পুনরুত্থান বোঝানো হচ্ছে।)

## ২. ধার্মিক ও দুষ্টিদের পৃথকীকরণ

পুনরুত্থানের পর আসে অনন্তকালীন বিচার, যা অপরিবর্তনীয় নিয়তি নির্ধারণ করে দেয়। এটি আধুনিক খ্রিস্টানদের একটি সাধারণ বিভ্রান্তির সমাধান করে: অনেকে বিশ্বাস করেন যে বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পরপরই স্বর্গে প্রবেশ করেন, যেমন □□□□□;দহে থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রভুর সঙ্গে উপস্থিত□□□□□; (২ করিন্থীয় ৫:৮) এই ধরনের বাক্যাংশের উপর ভিত্তি করে। তবে, এটি বাইবেলের অন্তর্ভুক্তি অবস্থাকে উপেক্ষা করে—আত্মারা স্বর্গে (ধার্মিক বিশ্রাম) অথবা পাতালের যন্ত্রণায়, একটি গভীর খাদ দ্বারা পৃথক হয়ে (লুক ১৬:২৬, গ্রিক □□□□□□ □□□□)—পুনরুত্থানে অপেক্ষায় থাকে। শাস্ত্র মৃত্যুর পরেও চেতনার অস্তিত্বকে স্বীকার করে (যেমন, প্রকাশিত বাক্য ৬:৯-১১-এ আত্মাদের আত্ননাদ), কিন্তু পূর্ণ স্বর্গীয় মহিমা পুনরুত্থান-পরবর্তী বিচারের জন্য সংরক্ষিত রাখে (যোহন ৩:১৩; ১ থেসালোনিকীয় ৪:১৩-১৭)। হনোকের বিভাজনগুলি এই অস্থায়ী বিভাজনকে শক্তিশালী করে, সরাসরি স্বর্গকে নয়, যা দৈহিক পুনরুত্থানের পরে বিচারের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

- মথি ১০:১৫: আমি তোমাদের সত্যি বলছি, বিচার দিনে ঐ নগরীর চেয়ে সদোম ও গোমোরা দেশের জন্য তা অধিক সহনীয় হবে।
- মথি ১২:৩৬-৩৭: আমি তোমাদের বলছি, বিচার দিনে লোকেরা তাদের বলা প্রত্যেকটি অসতর্ক কথার জন্য হিসাব দেবে; কেননা তোমাদের কথার দ্বারাই তোমরা নির্দোষ প্রমাণিত হবে এবং তোমাদের কথার দ্বারাই তোমরা দোষী সাব্যস্ত হবে।
- মথি ২৫:৩১-৪৬: যখন মনুষ্যপুত্র তাঁর মহিমায় আসবেন এবং সমস্ত স্বর্গদূত তাঁর সঙ্গে থাকবেন, তখন তিনি তাঁর মহিমান্বিত সিংহাসনে বসবেন। তাঁর সামনে সমস্ত জাতি একত্রিত হবে এবং তিনি লোকদের একে অপরের থেকে আলাদা করবেন, যেমন মেষপালক মেষ ও ছাগলকে আলাদা করে। তিনি মেষদের তাঁর ডানদিকে এবং ছাগলদের বামদিকে রাখবেন। তখন রাজা তাঁর ডানদিকের লোকদের বলবেন, 'এসো, তোমরা যারা আমার পিতার দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত, জগতের পত্তনকাল থেকে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা রাজ্যের অধিকার গ্রহণ করো। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম এবং তোমরা আমাকে খাবার দিয়েছিলে, আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম এবং তোমরা আমাকে পানীয় দিয়েছিলে, আমি পরদেশী ছিলাম এবং তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে, আমি বস্ত্রহীন ছিলাম এবং তোমরা আমাকে বস্ত্র পরিয়েছিলে, আমি অসুস্থ ছিলাম এবং তোমরা আমার খোঁজ নিয়েছিলে, আমি কারাগারে ছিলাম এবং তোমরা আমার কাছে এসেছিলে।' তখন ধার্মিকেরা তাঁকে উত্তর দিয়ে বলবে, 'প্রভু, আমরা কখন আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খাবার দিয়েছিলাম, অথবা তৃষ্ণার্ত দেখে পানীয় দিয়েছিলাম? আর কখন আমরা আপনাকে পরদেশী দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, অথবা বস্ত্রহীন দেখে বস্ত্র পরিয়েছিলাম?' আর আমরা কখন আপনাকে অসুস্থ বা কারাগারে দেখেছি এবং আপনার কাছে গিয়েছি?' তখন রাজা তাদের উত্তর দেবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট একজনের প্রতি তোমরা যা করেছ, তা আমার প্রতিই করেছ।' তারপর তিনি তাঁর বামদিকের লোকদের বলবেন, 'আমার কাছ থেকে দূর হও, তোমরা অভিশপ্তরা, শয়তান ও তার দূতদের জন্য প্রস্তুত অনন্তকালীন আগুনে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর

তোমরা আমাকে খাবার দাওনি, আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে পানীয় দাওনি, আমি পরদেশী ছিলাম আর তোমরা আমাকে স্বাগত জানাওনি, আমি বস্ত্রহীন ছিলাম আর তোমরা আমাকে বস্ত্র দাওনি, আমি অসুস্থ ও কারাগারে ছিলাম আর তোমরা আমার কাছে যাওনি।' তখন তারাও উত্তর দিয়ে বলবে, 'প্রভু, আমরা কখন আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত বা পরদেশী বা বস্ত্রহীন বা অসুস্থ বা কারাগারে দেখেছি, আর আপনার সেবা করিনি?' তখন তিনি তাদের উত্তর দিয়ে বলবেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট একজনের প্রতি তোমরা যা করোনি, তা আমার প্রতিই করেছ।' আর এরা অনন্তকালীন শাস্তিতে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে যাবে। (ভেড়া ও ছাগলের দৃষ্টান্তমূলক গল্পের সম্পূর্ণ পাঠ সহ, যা খ্রীষ্টের সেবা হিসাবে অন্যের প্রতি দয়া ও করুণার কাজের উপর ভিত্তি করে বিচারকে চিত্রিত করে।)

- মথি ২৫:৩৬-৪১: (মেঘ/ছাগল সম্পর্কিত অংশ; মূল কথা: তখন তিনি তাঁর বামদিকের লোকদের বলবেন, 'আমার কাছ থেকে দূর হও, তোমরা অভিশপ্তরা, শয়তান ও তার দূতদের জন্য প্রস্তুত অনন্তকালীন আগুনে যাও...')

### ৩. ফেরেশতাদের ও অধার্মিকদের বিচার

- ২ পিতর ২:৪: কারণ ঈশ্বর যখন স্বর্গদূতেরা পাপ করেছিল, তখন তাদের রেহাই দেননি, বরং বিচার পর্যন্ত তাদের পাতালে নিক্ষেপ করে ঘোর অন্ধকারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছেন।
- ২ পিতর ২:৯: অতএব, প্রভু জানেন কীভাবে ধার্মিকদের পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করতে হয় এবং বিচার দিন পর্যন্ত অধার্মিকদের শাস্তির অধীনে রাখতে হয়।
- ২ পিতর ৩:৭: কিন্তু সেই একই বাক্যের দ্বারা বর্তমানে বিদ্যমান স্বর্গ ও পৃথিবী অগ্নিস্বরূপ সঞ্চিত আছে; তা অধার্মিকদের বিচার ও বিনাশের দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকছে।
- যিহূদা ১:৬: আর যে স্বর্গদূতেরা নিজ নিজ ক্ষমতার সীমার মধ্যে থাকেনি, কিন্তু নিজেদের উপযুক্ত বাসস্থান ত্যাগ করেছে, তিনি তাদেরকে মহাদিনের বিচার পর্যন্ত ঘোর অন্ধকারের নিচে অনন্ত শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছেন।

### ৪. মহাধবল সিংহাসন ও উন্মোচিত গ্রন্থসমূহ

- প্রকাশিত বাক্য ১১:১৮: জাতিগণ জুড়ু হয়েছিল, কিন্তু তোমার ক্রোধ এল; এবং মৃতদের বিচার করার, তোমার দাস, ভাববাদী ও সাধুগণকে এবং ছোট-বড় নির্বিশেষে যারা তোমার নামকে ভয় করে, তাদের পুরস্কৃত করার এবং পৃথিবীর বিনাশকারীদের ধ্বংস করার সময় হল।
- প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮: আর পৃথিবীতে বসবাসকারী সকলেই এর উপাসনা করবে; যাদের নাম জগৎ পত্তনের পূর্বে নিহত মেমশাবকের জীবন-পুস্তকে লেখা হয়নি।
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১-১৫: (সহস্রাব্দ ও চূড়ান্ত বিচার; মূল কথা: তখন আমি একটি মহাধবল সিংহাসন দেখলাম... এবং পুস্তকে যা লেখা ছিল, সেই অনুসারে ও তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী মৃতদের বিচার করা হলো।)
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১-১৫: (সম্পূর্ণ বিবরণ; মূল কথা: তখন আমি একজন স্বর্গদূতকে দেখলাম... এবং আমি মৃতদের, ছোট ও বড়, সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, আর পুস্তকগুলো খোলা হলো...)
- প্রকাশিত বাক্য ২০:৭: আর যখন সহস্র বছর শেষ হবে, তখন শয়তান তার কারাগার থেকে মুক্তি পাবে।
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫: তখন আমি একটি মহাধবল সিংহাসন ও তার উপর উপবিষ্ট তাঁকে দেখলাম। তাঁর উপস্থিতিতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পালিয়ে গেল এবং তাদের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর আমি ছোট-বড় সকল মৃতকে সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এবং পুস্তকসমূহ খোলা হলো...
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫: তখন আমি একটি মহাধবল সিংহাসন ও তার উপর উপবিষ্ট তাঁকে দেখলাম। তাঁর উপস্থিতিতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল পালিয়ে গেল এবং তাদের জন্য কোনো স্থান পাওয়া গেল না। আর আমি ছোট-বড় সকল মৃতকে সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এবং পুস্তকগুলো খোলা হলো... আর যদি জীবন-পুস্তকে কারও নাম লেখা না পাওয়া যায়, তবে তাকে অগ্নিহুদে নিক্ষেপ করা হলো।
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১২: আর আমি দেখলাম, ছোট-বড় সব মৃতেরা সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং পুস্তকগুলো খোলা হলো। তারপর আর একটি পুস্তক খোলা হলো, যা হলো জীবন-পুস্তক। আর পুস্তকগুলোতে যা লেখা ছিল, সেই অনুসারে ও মৃতেরা যা করেছিল, সেই অনুযায়ী তাদের বিচার করা হলো।

## গ. চূড়ান্ত রায়ের ফলাফল

### ১. পুরস্কার, নতুন সৃষ্টি এবং অনন্ত জীবন

- প্রকাশিত বাক্য ২১:৪: তিনি তাদের চোখ থেকে প্রত্যেকটি অশ্রু মুছে দেবেন, এবং মৃত্যু আর থাকবে না, শোক, কান্না বা যন্ত্রণা আর থাকবে না, কারণ পূর্বের সকল বিষয় অতীত হয়ে গেছে।

### ২. অনন্ত শান্তি এবং দ্বিতীয় মৃত্যু

- মথি ২৫:৪৬: আর এরা অনন্তকালীন শান্তিতে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে যাবে।
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১৪-১৫: তখন মৃত্যু ও পাতালকে অগ্নিহুদে নিক্ষেপ করা হল। এটাই দ্বিতীয় মৃত্যু, অগ্নিহুদ। আর যদি জীবন-পুস্তকে কারও নাম লেখা না পাওয়া যায়, তবে তাকে অগ্নিহুদে নিক্ষেপ করা হল। (পুনরুত্থান ও বিচারের পর অধার্মিকদের চূড়ান্ত পরিণতির উপর জোর দেওয়ার জন্য এটি যোগ করা হয়েছে।)

## উপসংহার

সংক্ষেপে, বিচার বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে, যা বিশ্বাসীদেরকে দৈনন্দিন জীবনে বিচক্ষণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের হাতে অর্পণ করতে আহ্বান জানায়। ভগ্ন বিচারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী থেকে শুরু করে বিশ্বাসের মাধ্যমে করুণার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত, ধর্মগ্রন্থ কর্ম, কথা এবং হৃদয়ের অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করে জবাবদিহিতার উপর জোর দেয়। বিচার দিবসের পরকালতাত্ত্বিক দর্শন, যার মধ্যে ঐশ্বরিক বিচারের পূর্বসূরি হিসেবে মৃতদের পুনরুত্থান অন্তর্ভুক্ত, ধার্মিকদের জন্য মুক্তির আশা এবং অধার্মিকদের জন্য পরিণতির কঠোর বাস্তবতাকে তুলে ধরে, যা এমন এক নতুন সৃষ্টিতে পরিসমাপ্ত হয় যেখানে ধার্মিকতা বিরাজ করে। এই স্তরভিত্তিক অধ্যয়ন পাঠকদেরকে সততার সাথে জীবনযাপন করতে, আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা অর্জন করতে এবং বিচারক ও মধ্যস্থতাকারী উভয় হিসেবেই যীশুর উপর আস্থা রাখতে উৎসাহিত করে, যা ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণ ও প্রেমময় চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জীবন গড়ে তোলে। আরও গভীর চিন্তার জন্য, বিবেচনা করুন কীভাবে এই নীতিগুলি আজকের দিনে ব্যক্তিগত নৈতিকতা এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।